টো | কি | ও

প্রবাসে বৈশাখী উৎসব

১৭ এপ্রিল টোকিওর ইকেবুকুরো নিশিগুচি কোয়েনে পালিত হলো 'টোকিও বৈশাখী মেলা ১৪১২ ও কারি ফেস্টিভ্যাল'। আনন্দে উদ্বেল প্রবাসীদের উপচে পড়া ভিড় দেখে মনে হয়েছে বৈশাখ আমাদের প্রাণের মেলা...

বৈশাখী উৎসবে মেতেছে বাঙালিরা

চিরব্যস্ত ইকেবুকুরো স্টেশনের মেট্রোপলিটন এক্সিট-এর ভূতল থেকে বেরিয়ে ২ মিনিট হাঁটলেই মেলার ভেন্যু 'ইকেবুকুরো নিশিগুচি কোয়েন'। ষষ্ঠবারের মতো এই ভেন্যুতে পালিত হচ্ছে বৈশাখী মেলা। সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে মেলা কমিটির সব কজন কো-অর্ডিনেটর এসে গেছেন। স্টলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কো অডিনেটর সুখেন ব্রক্ষ, নাসিম, মাসুন, জাকির স্টল বন্টন নিয়ে মাঠজুড়ে আঁকিবুঁকি করছেন। কোথায় কার স্টল, লটারিতে আগেই স্টলের স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। একবিন্দুও যেন এপাশ ওপাশ না হয়। কোনো স্টল মালিক যেন কোনো অভিযোগ করতে না পারেন। এবারের স্টল বরাদ্দের ব্যাপারে খুবই কড়াকড়ি ছিল। সময় মতো বুক করা, স্টল বরাদ্দের মিটিঙে উপস্থিত থাকা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় অনেক স্টলের বরাদ্দ বাতিল করা হয়েছে।

সুদূর গুম্বাকেন থেকে মেলায় এসেছেন আরিফ ববি, ইবারাকি থেকে খসরু ভাইও সাত সকালে এসে হাজির। এক এক করে সদস্যরাও আসছেন। রাহমান মনি বাচ্চাদের অনুষ্ঠানের দায়িত্বে-বাচ্চাদের একগাদা পুরস্কার আর পেইন্টিং বোর্ড নিয়ে তিনি ব্যস্ত। তাকে সহযোগিতা করছেন কামন। জুয়েল এম কিউর দায়িত্ব অনুষ্ঠান উপস্থাপনা দেখভাল করা, তাই সে ব্যস্ত। স্টেজ কো-অর্ডিনেটর শাহেদ মঞ্চে যাদের দিয়ে অনুষ্ঠান ঘোষণা করাবেন তাদের নিয়ে ব্যস্ত। কাজী ইনসানের দায়িত্ব ওপেন প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটরের। এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সবাইকে সম্মাননাপত্র দেয়া হবে, তাই সুদৃশ্য বোর্ডে লিখতে ব্যস্ত।

(Duskin) একেক করে স্টলগুলো দাঁড় করাচ্ছে। সাংস্কৃতিক বিভাগের কো-অর্ডিনেটর সানি ও গোমেজ ব্যস্ত তদারকিতে। মঞ্চ সাজানো চলছে। সবাই মিলে মঞ্চ পরিষ্কার করছে। মঞ্চের ফোল্ডিং স্ক্রিন কাজ করছে না। মঞ্চ ঢাকার শক্ত স্ক্রিন অর্ধেক গিয়ে আটকে গেছে। নিমিষেই জাহাঙ্গীর তর তর করে উপরে উঠে গেল, আমরা সবাই ভয়ে তটস্থ। গোমেজ আর সানি মঞ্চের কোথায় কয়টি মাইক বসবে তা নিয়ে ব্যস্ত। জাহাঙ্গীর উপরে গিয়ে একটু টান দিতেই মঞ্চের স্ক্রিনটা খুলে গেল, নিমেষেই মঞ্চের ওপরের অংশ পুরোটাই আবৃত হয়ে গেল। সবাই মিলে সাইড স্ক্রিনগুলো খুলে দিলো। মঞ্চে ব্যানারসহ ডেকোরেশনের দায়িত্ব হোসেইন মুনিরের। একটু দেরি হলেও সে এসে সব সাজিয়ে ফেললো।

অনুষ্ঠানে তসিমা কুর মেয়র আসছেন। এই মেলা প্রাঙ্গণে তাকে শহীদ মিনারের

ই | টা | লি

বাড়ির পাশে লাইব্রেরি

ইটালিতে বাংলাদেশী ও পাকিস্তানিরা একটি ব্যবসা খুব বেশি করে থাকেন, তাহলো ভিডিও লাইব্রেরি ও টেলিফোনের দোকান। এসব দোকানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কথা বলা যায়। এটা স্বল্প পুঁজিতে মোটামুটি লাভজনক ব্যবসা। ভিডিও লাইব্রেরিতে বাংলাদেশের নাটক বা হিন্দি সিনেমার সিডি. ভিসিডি, ডিভিডি বা ভিডিও ক্যাসেট পাওয়া যায়। এগুলো ১ থেকে ২ ইউরো করে ভাড়া দিয়ে থাকেন। ইটালির প্রায় ছোট-বড় কম্যুনে কমপক্ষে ১/২টি বা তারও বেশি পাবলিক লাইব্রেরি আছে, এটির খোঁজ কেউ রাখে না। ঐ লাইব্রেরিতে আপনি পেতে পারেন সিডি. ভিসিডি, ডিভিডি বিনা পয়সায়। আমি যেখানে থাকি তা মিলান শহর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে। নাম Vimercate. আমার বাসার পাশেই পাবলিক লাইব্রেরি। এই লাইব্রেরিতে দেশী-বিদেশী অগণিত বই আছে। এখান থেকে ৭টি বই ১ মাসের জন্য ফ্রি নিতে পারেন। প্রায় ৫ হাজার ডিভিডি, কয়েক হাজার ভিডিও ক্যাসেট আছে। একত্রে ৩টি করে সিডি. ডিভিডি বা ভিডিও ক্যাসেট নেয়া যায় ১ সপ্তাহের জন্যে ফ্রি। ১ সপ্তাহের বেশি রাখলে জরিমানা দিতে হবে। লাইব্রেরির কম্পিউটারে আপনি আপনার পছন্দের ছবি বা বইটি নির্বাচন করতে পারেন অথবা বুকিং দিতে পারেন। বইটি ফেরত এলে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে আপনাকে জানিয়ে দেবে। এসব কম্যুনের লাইব্রেরিতে সদস্য হতে কোনো পয়সাই প্রয়োজন হয় না। বইয়ের জন্যেও কোনো পয়সা দিতে হয় না। তারা শুধু আপনার ডকুমেন্টের ফটোকপি রেখেই সঙ্গে সঙ্গে সদস্য কার্ড দিয়ে দেয়। এখানে ইন্টারনেটে ব্রাউজিং করতে পারেন যার খরচ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অর্ধেক। যেমন মিলানে ১ ঘন্টা Internet-এর জন্যে আড়াই/ তিন ইউরো নেয়। প্রবাসী ভাইবোনদের বলছি, বাড়ির কাছেই Biblioteca Di Comune খুঁজে বের করুন। সুযোগ-সুবিধাগুলো গ্রহণ করুন।

Islam Shaheedul
Piazza Unitad Italia-2/E
Vimercate 20059 (Mi), Italy
00393398846997 Phone
Shakhidul@yahoo.com

একটা 'রিপ্লিকা' স্থায়ী প্রতিষ্ঠার অনুরোধ করা হবে। তাই মুনির সারা রাত ধরে সেই শহীদ মিনারের একটা ক্ষুদ্র রিপ্লিকা বানিয়ে নিয়ে এসেছেন। সাইন্ড ইঞ্জিনিয়ার মাসামি সাকুরাই সান মাইক টেস্ট করছেন। ছোট বড় স্বরে মাঝে মধ্যেই শব্দ ভেসে আসছে... মাইকো টেস্টো... আ... আ... আ...

গোটা মেলায় পানি সরবরাহের দায়িত্ব রাশেদের। তিনি পানির ব্যবস্থাদি পর্যবেক্ষণ করছেন।

JBS-এর ব্যবস্থাপনায় Otsuba Foundation-ও Viva Transplantation-এর

মেলার ভেন্যু : ইকেবুকরো নিশিগুচি কোয়েন

অর্থানুকুল্যে প্রতি বছরের মতো এবারো বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরামর্শ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। সেন্টাল কো-অর্ডিনেটর ড. আলীমুজ্জামান এক সময় মঞ্চের দায়িত্ব সবার কাছে ছেড়ে দিয়ে ছুটলেন স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত তাঁবুতে। গত কয়েক বছর ধরে এখানে স্বেচ্ছাশ্রম দিচ্ছেন Tomonari Harada, Harve Kimura, Reiko Hayashikawa, Hisakazu Degawa, Ritsukokabutomori, Suimei Morikana, Azusa Nakamura, Hayumi Ueda আর বাংলা জানা জাপানি মানবতাকর্মী নাদিয়া। গাড়ি ব্যবসায়ী নান্নুও এখানে উপস্থিত থেকে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় আগত প্রবাসীদের সহযোগিতা করছেন।

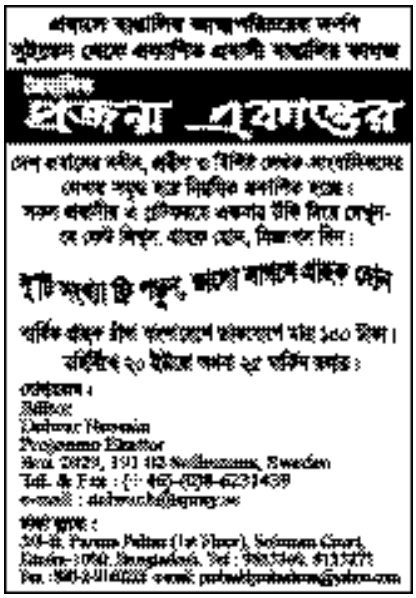

বৈশাখী মেলার প্রেক্ষাপট

জাপানে প্রবাসী বাংলাদেশীরা ইদানীং নানা ধরনের হয়রানির শিকার হচ্ছেন। কারণে অকারণে পথ আগলে দাঁড়াচ্ছে পুলিশ, অবান্তর প্রশ্নবাণে করছে জর্জরিত। অনেক ক্ষেত্রে সামান্য সৌজন্যতাটুকুও দেখানো হচ্ছে না। একই দিনে একাধিকবার এ ধরনের অসম্মানজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে আমাদের অনেককেই। অথচ পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া ইউরোপীয় বা আমেরিকানদের ক্ষেত্রে করা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন আচরণ! এ ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণের কারণ সম্পর্কে আমরা সবাই কম-বেশি সচেতন। ফারাক্কা অবরোধজনিত পরিবেশ বিপর্যয়, অর্থনৈতিক সমস্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ- এগুলো আগে থেকেই ছিলো। বর্তমানে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নাইন-ইলেভেন উত্তর ইমেজ সংকট ও বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছু বৈরী ভাবাপন্ন দেশের অব্যাহত অপপ্রচার। স্বজন ফেলে আসা স্বদেশের আজ বড় দুর্দিন। বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো অপরাজেয় বাংলাদেশকে আজ নতশির, নতজানু করার অপচেষ্টা চলছে। সময়ের এই প্রতিকূল স্রোতে শক্ত হাতে হাল ধরে আছে সাহসী কিছু উজান যাত্রী। দেশের জন্যই দেশের মায়া ত্যাগ করে অনিকেত যাত্রায় বেরিয়ে পড়ে তারা। তাদের আরেক নাম প্রবাসী। সেই সূত্রে স্বদেশ মানচিত্রের ঈশানে এসে পড়েছি, আমরা জাপান প্রবাসী বাংলাদেশী জনশক্তি। আমাদের হৃদয়ে বাংলার মুখ। কোষ বিন্যাসে বৈশাখের প্রেরণা। চোখে মাতৃভূমির হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনার দৃঢ় সংকল্প। আমাদের দিকে তাকিয়ে স্বদেশ এখন নতুন আশায় বুক বেঁধেছে।

তাই আজ এই প্রবাস জীবনের অবস্থানগত সংকটকে আমাদের দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবেলা করতে হবে। বিগত দিনের গ্লানির ভারে ধরাশায়ী হলে চলবে না। রুদ্ধ কক্ষের জমাট দীর্ঘশ্বাস থেকে বেরিয়ে আসতে হবে বৈশাখী উৎসবের মুক্ত বাতাসে। এই মিলন মেলায় আমন্ত্রণ জানাতে হবে আপামর জাপানি জনসাধারণকে। ডাকতে হবে টোকিও মহানগরপতি শিনতারো ইশিহারাসহ সব নেতাদের। বৈশাখী মেলা একটি উৎসব মাত্র নয়। জাপান তথা সমগ্র বিশ্বের প্রতি আমাদের হৃদয় সংকেত পৌঁছে দিতে হবে এই মেলার মাধ্যমে।

মাতৃভূমির আর্থ-সামাজিক সংকট আমাদের প্রবাসী করেছে ঠিক, কিন্তু শিকড় বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। আমরা একটি উদার, শান্তিপ্রিয় জাতি। সৎ ও সংস্কৃতিবান, একনিষ্ঠ ও ঐক্যবদ্ধ। বিদেশের এ অবস্থানে, শ্রম ও মেধার সমন্বয়ে আমরা প্রতিনিয়ত ইতিবাচক ভূমিকা রেখে চলেছি জাপনের সামগ্রিক উন্নয়নে। জাপান তথা বহির্বিশ্বের কাছ থেকে বৈরী আচরণ আর অবহেলা আমাদের প্রাপ্য নয়। বিশ্ববাসীর কাছে আমরা কামনা করি তাদের আত্মার উপলব্ধি।

যথাসময়ে অনুষ্ঠান শুরু করতে হবে তাই সবাই প্রস্তুতিপর্ব সারছে। অনুষ্ঠান উপস্থাপকরা পুরুষরা পায়জামা-পাঞ্জাবি আর মেয়েরা চ্যানেল আইয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত শাড়ি পরেছেন।

জাপানি ঘোষিকা Kayo ito ইংরেজি ঘোষিকা Rayna Rusenkoকেও শাড়ি পরানো হলো। আমেরিকান Rayna Rusenko তার ৬ ফুট লম্বা শরীরে শাড়ির নিচের অংশ দেখিয়ে কৌতুক করে বললেন, পরেরবার আমার জন্য স্পেশাল ব্যবস্থা করো।

মাঠজুড়ে দুদিকে সারিবদ্ধ স্টল। সবাই তাদের পসরা সাজিয়েছে। স্টল ম্যানেজমেন্টে ছিলেন আনোয়ার, ফয়সল, মুকতাদির, দেওয়ানা, সিরাজ, জসিম, শওকত লিটন, সানি, Tsugawa, Yamoquchi, তোতা, রণি, দিনেশ, ফারুক, শুভময়, জাহাঙ্গীর, মিজানুর, রফিকুল, জামিল ইকবাল, সরওয়ার, রতন, লিটন, রুহানী, শুভ্র ও সজল গোমেজ।

আমাদের রমনার বটমূল নেই, আছে ইকেবুকুরো নিশিগুচি কোয়েন। আমাদের ছায়ানট নেই, আছে স্বরলিপি উত্তরণ।

বর্ষবন্দনার মধ্য দিয়ে শুরু হলো টোকিও বৈশাখী মেলার উদ্বোধন। জুয়েল এম কিউ-এর উপস্থাপনায় ফিতা কেটে উদ্বোধন করলেন মানবতাবাদী সংস্থা Apfs-এর প্রেসিডেন্ট প্রবাসীদের প্রিয় Katsu Yoshinari. এসো হে বৈশাখ... গানে গানে মুখরিত মেলা প্রাঙ্গন।

দুপুরে শুরু হয় উন্মুক্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পর্ব। এই অনুষ্ঠানটির আয়োজক বাংলাদেশ সাংবাদিক লেখক ফোরাম ও Association of Ex Cadets of Bangladesh. মেলায় উপস্থিত যে কেউ এই উন্মুক্ত পর্বের সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে। চারজন মডারেটর মনজুরুল হক, সম্পাদক (বিদেশী প্রেসক্লাব, জাপান), শেখ ওয়াজির (সভাপতি বিএনপি), সালেহ আরিফ (সম্পাদক আওয়ামী লীগ,

জাপান) ও কবি মোতালেব শাহ আইয়ুব। সদস্যবৃন্দ বাকের মাহমুদ, সজল বড়ুয়া, মাসুদ ববি, তন্ময়, বদরুল, রাজিব, রফিকুজ্জামান, মাসুম, রুবেল। উপস্থাপনায় আসিফ ও ফারজানা পারভিন। কো-অর্ডিনেটর কাজী ইনসান।

শুরু হলো উন্মুক্ত অনুষ্ঠান। নাচ, গান, কৌতুক, যন্ত্রসঙ্গীতের এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলেন বদরুল বোরহান, নেছার আহমেদ মুনমুন, খসরু আহমেদ, ইফতেখার, আসিফ, মহসিন, সজল গোমেজ, রহমান, লিনা, প্রিন্স ও Contemporary Nattyo Co-এর একদল জাপানি পারফর্মার।

'পরবাস'-এর ঢাকা এডিটর নিশাত মাসফিকা এই মেলা দেখতে সংক্ষিপ্ত সফরে টোকিও আসেন।

বাচ্চাদের অনুষ্ঠানের দায়িত্বে ছিলেন প্রবাসী কল্যাণ সমিতি ও বৃহত্তর ময়মনসিংহ সমিতির সদস্যরা- কামন, জালাল, নিয়াজ, জুয়েল, ববিতা পোদ্দার, মিথুন, ছুটি, তুলি, জাফরিন ও চান্দা। মঞ্চে রাহমান মনি সূচনা বক্তব্য দিলেন। শুরু হলো শিশুদের অনুষ্ঠান। শিশুরা সুশৃঙ্খলভাবে এই অংশের সাংস্কৃতিক পর্বে অংশগ্রহণ করল।

অংশগ্রহণকারী শিশুরা হলো- সায়ন পোদ্দার, ইফা, আশিফ, লগ্ন, জিলান, রেজওয়ানা, শাহিল, রেশমি, সে নান, নোয়েল, প্রণয়, আয়েশা, স্বাগত, মবিতা সাগর, মবিতা হৃদয়, শিপাখান, সাকুরা, ইয়ামাদা, সানিয়া, তাসনিয়া, রণজিত, অলক, ব্রততি, স্বর্ণালী, নিমো, শিম, সায়মা, জাকির, ফাইজান, হেইজি, রিম, রবিউল, হিউয়াসহ আরো অনেকে।

ইতিমধ্যে শিশুদের অঙ্কন প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে গেছে। শিশুদের সামলাতে জালাল, নিয়াজ জুয়েল, ববিতা, মিঠুন, ছুটি সবাই ব্যস্ত। সব শিশুকে এবার পুরস্কৃত করা হবে। এই ছোট শিশুদের পুরস্কার দিতে মঞ্চে এলেন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন।

উল্লেখ্য, এবার মেলা উপলক্ষে জাপানে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন 'বিবেক'-এর সহযোগিতায় ইমদাদুল হক মিলন, কবি সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল, এবং জাপান বিজনেস ফোরামের সহযোগিতায় চ্যানেল আইয়ের শাইখ সিরাজ, আদিত্য শাহীন, নয়া দিগন্তের সাংবাদিক মনির হায়দার। শিশুদের অনুষ্ঠান দিয়েই শুরু হলো জাপানিজদের অনুষ্ঠান। মঞ্চে এলো জাপানিজ ড্রাম 'টাই-কো' নিয়ে বাদক গ্রুপ ko-Yu।

মেলা উপলক্ষে 'পরবাস'-এর নববর্ষ সংখ্যা ইতিমধ্যেই প্রায় ২০০০ কপি পাঠকরা সংগ্রহ করেছেন-পরবাস স্টলে অনেকেই এসে পরবাসের সংখ্যা না পেয়ে ফিরে গেছেন। সাপ্তাহিক ২০০০-এর স্টলে এসে অনেকেই সাপ্তাহিক ২০০০-এর সংখ্যা খুঁজছেন কিংবা গ্রাহক হবার নিয়ম-কানুন জেনে যাচ্ছেন।

নতুন বছরের শুভেচ্ছা বক্তব্য দিতে মঞ্চে আসন গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রদূত এম সিরাজুল

মেলা উপলক্ষে শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

ইসলাম, তসিমা কু'র ডেপুটি মেয়র ও একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, মেলা আয়োজকদের পক্ষ থেকে JBS-এর প্রেসিডেন্ট Mr.Otsubo. অতিথিরা সবাই নববর্ষকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য দিলেন। তসিমা কুর ডেপুটি মেয়রকে এই মাঠে একটি স্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণের অনুরোধ জানালেন। শহীদ মিনারের রিপ্লিকা দেয়া হলো। তিনি তার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন বলে জানালেন। মাননীয় রাষ্ট্রদূত এ ব্যাপারে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন।

এ বছরই শুরু হলো বৈশাখী মেলা পদক প্রদান। প্রবাসে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য আমন্ত্রিত অতিথিরা ক্রেস্ট তুলে দিলেন Mr. Yoshinari, জুয়েল এম কিউ ও বাকের মাহমুদকে। বিকেলে মঞ্চে এলো উত্তরণ কালচারাল গ্রুপ। তারপর স্বরলিপি। উদ্বোধনী ঘোষণা দিতে মঞ্চে এলেন কালচারাল কো-অর্ডিনেটরদ্বয় সানি ও গোমেজ। এ আয়োজনের সদস্যরা হলেন তানভির, বাবু, মুনির, সালাহউদ্দিন, আসলাম হীরা, তনুশ্রী গোলদার, বাপ্পা, শাহীন।

উত্তরণের নিয়মিত শিল্পীদের গানে গানে আনন্দে উদ্বেল জনগণের তখন বাঁধভাঙা উন্মাদনা। পুরো এক ঘন্টা পর মঞ্চে এলো 'স্বরলিপি'। সানন্দ হাততালির মধ্য দিয়ে শুরু হলো স্বরলিপির নিয়মিত শিল্পীদের গান। মুক্ত আকাশের রোদেলা প্রহর কম্পিত হয়ে ওঠল উন্মাতাল শ্রোতাদের নাচে আর বর্ষবরণের উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠা প্রবাসীদের মুখর আনন্দে।

সমাপ্তি ঘোষণা দিলেন সেন্ট্রাল কো-অর্ডিনেটর শেখ আলীমুজ্জামান। এরপর আর এক পর্ব। মেলার সব আয়োজকরা সব সদস্যরা।

সন্ধ্যায় মেলার আয়োজক, সকল সদস্য মিলে সব মাঠ পরিষ্কার করে গুছিয়ে যখন শেষ করলেন তখন ঘড়ির কাঁটায় রাত আটটা। এরপর সবাই মিলে আগামী মেলার সাফল্য কামনা করে ঘরে ফেরা।

কাজী ইনসান ও রাহমান মণি
টোকিও, জাপান

ফ্রা | ঙ্ক | ফু | ট

যুদ্ধের স্মৃতি...

মার্কিন সৈনিকরা যখন ওমাহা সৈকতে বড় বড় যুদ্ধজাহাজ থেকে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তীরের দিকে এগিয়ে আসছিল তখন অনবরত গর্জে উঠছিল তীরে কোনো এক সুবিধাজনক অবস্থানে লুকিয়ে থাকা এক জার্মান সৈনিকের ভারী মেশিনগানটি। নাম হাইন সেভেরলো। ধরা পড়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত একটানা নয় ঘন্টা মেশিনগান চালিয়ে একাই হত্যা করেছে এক হাজার অথবা তার চেয়ে বেশি মার্কিন সৈন্য।

হাইন সেভেরলো : ১৯৪৩

হাইন সেভেরলো : ২০০৪

তিনি আশি বছর বয়সে এসে এখন প্রায়ই শুধু একটি দুঃস্বপ্ন দেখেন। বালির ওপর দিয়ে একটি হেলমেট গড়িয়ে যাচ্ছে। গড়াতে গড়াতে রক্তিম পানিতে পড়ে গিয়ে ভাসতে থাকলো। হাজারো হত্যার মাঝে শুধু একটি হত্যার দুঃসহ স্মৃতি তিনি আজও বয়ে বেড়াচ্ছেন।

তিনি জানতেন না লোকটির নাম কী ছিল। জানতেন না লোকটির বয়স কত ছিল বা বিবাহিত ছিল কি না। শুধু জানতেন লোকটি ছিল অসীম সাহসী এক মার্কিন সৈনিক। বয়স আনুমানিক বিশ থেকে পঁচিশ বছর। সৈনিকটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণভাবে হামাগুড়ি দিয়ে এতো কাছে চলে এসেছিল যে হাইন স্পষ্ট সৈনিকটির চেহারার অভিব্যক্তি দেখতে পাচ্ছিলেন। হাইন নিজেও একজন অসীম সাহসী জার্মান সৈনিক। মার্কিন, ব্রিটিশ এবং তাদের মিত্র দেশগুলোর সমন্বিত বাহিনীর প্রবল আক্রমণের মুখে জার্মান দুর্ভেদ্য দুর্গ 'আটলান্টিক ওয়াল' ধসে পড়েছে। একই সঙ্গে জল, স্থল ও আকাশ যুদ্ধের প্রচন্ড ভয়াবহতায় উভয় পক্ষের ব্যাপক প্রাণহানির ফলে ওমাহা সৈকতের পানি রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। সম্মুখযুদ্ধের আকস্মিকতায় জার্মান বাহিনীর শেষ প্লাটুনটির শেষ সৈনিকটিও সৈকত থেকে পিছু হটে গেছে। রয়ে গেছেন শুধু তিনি। একজন অসীম সাহসী জার্মান যোদ্ধা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হাইন সেভেরলো ছিল ২০ বছরের এক তরুণ টগবগে যুবক। ৩৫২ গোলন্দাজ বাহিনীর প্রথম প্লাটুনের সৈনিক হাইন সেভেরলো তার কমান্ডার লেফটেন্যান্ট ফ্রেরকিংয়ের অধীনে ফ্রান্সের নরমান্ডি উপকূলের কলভিল এবং সেন্ট লরেন্ট সুম গ্রামে হিটলারের দুর্ভেদ্য দুর্গ আটলান্টিক ওয়ালের প্রহরায় নিয়োজিত ছিল। হাইনের দায়িত্ব ছিল সৈকতে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ থেকে তীরে অবতরণরত মিত্রবাহিনীর যে কোনো সৈন্যকে দেখামাত্র গুলি করা। আটলান্টিক ওয়ালের নিশ্ছিদ্র একটি কংক্রিট প্ল্যাটফর্মে বসে হাইন তার কমান্ডারের দেয়া দায়িত্বটি নিখুঁতভাবেই পালন করছিলেন। চিত্রটি অনেকটা এমন-

মার্কিন যুদ্ধজাহাজগুলো থেকে সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পানিতে পড়ছে। কখনো পাঁচজন কখনো দশজন। সাঁতরে তারা তীরের কাছাকাছি আসার চেষ্টা করছে। তার আগেই গর্জে উঠছে হাইনের কারবাইন। নরমান্ডির পাঁচটি সৈকতের চারটিই মার্কিন সৈন্যরা ইতিমধ্যে জার্মান সৈন্যদের দখলমুক্ত করেছে। শুধু ওমাহা সৈকতে মার্কিন সৈন্যরা জার্মান বাহিনীর প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন। জার্মান বাহিনীর সবাই পিছু হটে গেছে। শুধু হাইন একাই একটানা নয় ঘন্টা মার্কিন সৈন্যদের আটকে রেখেছেন। হাইনের অবস্থানটি এমন এক নিরাপদ জায়গায় যে তার অবস্থান কারো পক্ষে শনাক্ত করা সম্ভব ছিল না।

হামাগুড়ি দিয়ে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণভাবে হাইনের একেবারে কাছে চলে এসেছে অসীম সাহসী মার্কিন সৈনিকটি। হাইনের হাতের ভারী কারবাইনটি মার্কিন সৈনিকটিকে লক্ষ্য করে সারাক্ষণই গর্জে উঠছিল। কোন এক অদৃশ্য শক্তির বলে সৈনিকটি সব বাধা অতিক্রম করে হাইনের ঠিক সামনে এসে যখন তার হাতের কারবাইনটি উঁচু করতে যাচ্ছে, হাইন তখন স্পষ্ট তার চেহারায় আনন্দের অভিব্যক্তি দেখতে পাচ্ছেন। সৈনিকটির চেহারায় শিশুসুলভ ভাব এখনো স্পষ্ট। যুদ্ধটাকে সে হয়তো ছেলেখেলা হিসেবেই নিয়েছিল। কে জানে আমেরিকার কোনো অজ্ঞাত জায়গা থেকে ছেলেটিকে অন্যান্য অনেকের মতো জোর করে যুদ্ধে পাঠানো হয়েছে। সৈনিকটির চেহারার বিজয়ের এক চিলতে রহস্যময় হাসি দেখে অসীম সাহসী জার্মান সৈনিক হাইন এবার সত্যিই হকচকিয়ে গেলেন। মৃত্যুভয়ে ভীত হলেন। সবকিছু ঘটে যাচ্ছে সেকেন্ডের ভগ্নাংশেরও কম সময়ে। কোনো কিছু ভাবার মতো সময় হাতে নেই। মার্কিন সৈনিকটির অস্ত্র গর্জে ওঠার আগেই গর্জে উঠলো হাইনের কারবাইন। এবার হোঁচট খেল মার্কিন সৈনিক। হাত থেকে কারবাইনটি মাটিতে পড়ে গেল। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যে ঘটনাটা ঘটলো সেটা হলো সৈনিকটির মাথায় হেলমেটটি খুলে গিয়ে মাটিতে গড়াতে গড়াতে লাল রক্তিম পানিতে গিয়ে ভাসতে থাকলো। অস্ত্র ও হেলমেটবিহীন অসহায় মার্কিন সৈনিকটি ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক। চেয়ে থাকলো সরাসরি হাইনের চোখের দিকে। আবার গর্জে উঠলো হাইনের কারবাইন। সৈকতের রক্তরঞ্জিত বালি ও পানির মাঝামাঝি লুটিয়ে পড়ার ঠিক আগ মুহূর্ত পর্যন্ত একরাশ কৌতূহল ও বিস্ময় নিয়ে মার্কিন সৈনিকটি হাইনের চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।

ইসমাইল হোসেন বাবু
Friedberger Anlage 3, 60314 Frankfurt, Germany

HALAL ONLINE SHOP Tukina Internaional FOOD

জাপান বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি
বিকাশের ধারায়

TUKINA INTERNATIONAL

হালাল ফুড বিশেষ মূল্যহ্রাস ঘোষণা করছে প্রকৃত বাংলাদেশী মাছ সর্বনিম্ন ৬৯০ ইয়েন, মাংস ৮০০ ইয়েন এছাড়া স্পাইস মিষ্টি চানাচুর মুড়িসহ সকল হালাল ফুড সামগ্রী মূল্য হ্রাস করছে।

টেলিফোন অথবা ফ্যাক্স অথবা অনলাইনে আমাদেরকে অর্ডার দিন। ২৪ ঘন্টার মধ্যে আমরা তাকিউবিনের মাধ্যমে আপনার কাঙ্ক্ষিত দ্রব্যসামগ্রী পৌঁছাব।

TUKINA INTERNATIONAL
3-36-30 Nakajujo
Yamaichi Mansion-102
Tel : 03-5993-2590
090-4624-6115, Fax - 03-3908-8588

www.tukina.com

ই | টা | লি

ইউরোপে ডাংকি

ভূমধ্যসাগরে ও সাহারা মরুভূমিতে অনাকাঙ্ক্ষিত অনেক দুঃখজনক মৃত্যুর কারণে ডাংকি শব্দটি ব্যাপক পরিচিতি পায়। কোনো দেশে অবৈধ অনুপ্রবেশকে ডাংকি মারা এবং অনুপ্রবেশে সরাসরি ও সক্রিয় সহায়তাদানকারী ব্যক্তিটি ডাংকার নামে পরিচিত। শব্দটির উৎসস্থল পুরাতন সোভিয়েট ইউনিয়ন।

১৯৭৪ সাল থেকে বাংলাদেশের ছাত্ররা সরকারি বৃত্তি নিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নে পড়তে আসতো। সেই সময় সোভিয়েট ইউনিয়নে আসতো অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রছাত্রী। যৎসামান্য আসতো মস্কোপন্থি রাজনৈতিক দলের সুপারিশে। সে সময় ৪০ থেকে ৮০ রুবলের মাসিক বৃত্তিতে তাদের খুব ভালোভাবে চলে যেত। এই বৃত্তির পয়সা জমিয়ে অনেকে ২-৩ বছর পর দেশেও আসতো। ১৯৮০ সালের পরের দিকে ছাত্রছাত্রীরা ছুটিতে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে গিয়ে রেস্টুরেন্টসহ নানা জায়গায় কাজ করে নগদ ডলার, মার্ক, পাউন্ড নিয়ে আসতো। ১৯৮৫ সালের পর থেকে বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী (বিদেশী) শুরু করে সিঙ্গাপুর থেকে কম্পিউটার নিয়ে আসা। একেকটা কম্পিউটারে লাভ হতো আজ আমরা মস্কো শহরে প্রচুর মিলনিয়ার (ডলারে) বাংলাদেশী দেখতে পাই। মস্কোতে এমনও কিছু বাংলাদেশী রয়েছেন যাদের কাছে ব্যাংক ঋণ ছাড়াই নগদ অর্থের পরিমাণ ১০০ মিলিয়ন ডলার ছড়িয়ে যাবে। ১৯৯১ সালে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পরে আগমন ঘটে অছাত্রদের। তাদের উদ্দেশ্যই পশ্চিমে পাড়ি দেয়া। এ যাত্রায় শুধু বাংলাদেশী নয়, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ইন্ডিয়া, চীনসহ আফগানিস্তান ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশীরাও রওনা হয়। এসব কাজ করার জন্যে আদম ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের কিছু ছাত্রও জড়িত হয়। তারা এদের থাকা-খাওয়া, স্থানীয়ভাবে চলাচলের জন্যে কিছু ডকুমেন্টস তৈরিসহ ভিসার ব্যাপারে সহযোগিতা করে। ৭০ বছরের সিস্টেম হঠাৎ করে ভেঙে যাওয়ায় সোভিয়েট ইউনিয়নের দেশগুলো অর্থনীতিতে খুব খারাপ দিন কাটাতে থাকে। এ সুযোগে অভাবের তাড়নায় দুর্নীতি, সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি বেড়ে যায়। তার বেশির ভাগ শিকার হয় পাড়ি দিতে আসা বিদেশীরা।

অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের দালালরা তাদের লোকদের শিখিয়ে দিত কোনো বর্ডারে কখনো ধরা পড়লে তোমরা শুধু একটি শব্দ উচ্চারণ করবে ডাংকি (ডাংকিসন)। যাতে করে তোমাদেরকে জার্মানির দিকে ঠেলে পাঠায়। অনুপ্রবেশকারীরা স্থানীয়ভাষা জানা না থাকায় তারা শুধু ডাংকি ডাংকি বলে চেঁচাতো। এই শব্দ শুধু উপমহাদেশেই নয়, অনেক দেশেই এটা পরিচিত শব্দ। অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে আছে চীন। তারা ধরা পড়লে তাদের দেশে পাঠানো হয় না কারণ তাদের দেশে মৃত্যুদন্ডের মতো সাজা অপেক্ষা করে। এই কারণে মানবাধিকারের কথা বিবেচনা করে তাদের দেশে ফেরত পাঠানো হয় না। ইটালিতে প্রায় ৬০ হাজার বাংলাদেশী বৈধভাবে বসবাস করছেন। তাদের ৮০% এসেছেন কিন্তু এই রাস্তাগুলোর কোনো না কোনোটা দিয়েই যারা আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাখছে বিরাট অবদান।

Islam Shaheedul
Piazza United Italia 2E,
Vimercate-20059 (M1), Italy
shakhidul@yahoo.com

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

দেশ ও বিদেশের সব দেশ থেকে সব বাংলাদেশীকে আমাকে লেখার আহ্বান জানাচ্ছি। এর আগে যারা আমাকে লিখেছেন ও দেশের রাজনীতিতে অবিলম্বে পরিবর্তন আনার অনুরোধ করেছেন তাদের প্রতি আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। সবাই আমার ছেলের অকাল মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এতে আমার ব্যথা কিছুটা লাঘব হয়েছে। এটাই প্রমাণ করে যে দেশপ্রেম বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। তবে বিভিন্ন এলাকার ঘুষখোর দালালদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আমার ছেলের মৃত্যু সম্বন্ধে আপনারা সবকিছু বুঝতে পারেন নাই। এটা একটা পরিকল্পিত ব্যাপার। এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, সে সম্বন্ধে দেশ ও বিদেশ থেকে আপনারা সবাই আমাকে লিখুন। দেশের জন্য ও আমাদের জন্য আপনাদের সবার সহযোগিতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দেশ ও বিদেশ (ইটালি, কানাডা, আমেরিকা, সুইডেন, যুক্তরাজ্য ইত্যাদি) থেকে আমার আত্মীয়স্বজনকে এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে অবিলম্বে যোগাযোগ করার আহ্বান করছি। ভিয়েনায় অবস্থানরত বাংলাদেশীদেরকেও আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

দেশে ও বিদেশে আমার অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও সবাইকে এ খবরটা জানানো সম্ভব হয়নি। এখনো জানানো সম্ভব হচ্ছে না। এটা হলো কুচক্রি বিদেশী ভুয়া শক্তিগুলো ও তাদের চাকর-চাকরানীর পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। আমি বিভিন্ন দেশে যেতে পারলে জানানো সম্ভব হতো।

আমাকে কেবল ছেলে হারাতে হয়নি, আমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য মেয়েকে উপযুক্ত পাত্রের কাছে বিয়ে দিতে দেয়া হয়নি।

বিদেশী শত্রু দেশগুলোর দীর্ঘমেয়াদী ঘুষ খেয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর ঘুষখোরেরা দেশবাসীকে বিভ্রান্তি করায় দেশবাসী দিকনির্দেশনা পাচ্ছে না ও অন্ধকারে ঝাঁপ দিতে বাধ্য হচ্ছে। এ ব্যাপারে আমার ছেলের মৃত্যু বিশ্লেষণ করা উচিত। যারা এ ব্যাপারে জড়িত আছে ও বিদেশী দুষ্টচক্রের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী যোগসাজশ করছে ও দীর্ঘমেয়াদী ঘুষ খাচ্ছে তারা এ খবরটি ইচ্ছা করে গোপন করছে ও দেশবাসীকে বঞ্চিত করছে।

যুদ্ধাপরাধীদেরকে দেশপ্রেমিকদের বিরুদ্ধে পোষা কুকুরের মতো লেলিয়ে দেয়া হয়েছে ও হচ্ছে। দেশপ্রেমিকদেরকে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে ও হচ্ছে।

আমাকে কেবল ছেলে হারাতে হয়নি, এরপরও আরো হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে ও এখনো আরো হত্যার চেষ্টা করা হচ্ছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কিছুই করছে না। সবাইকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে আমি আগ্রহী। আমাকে লেখার কোনো সময়সীমা নেই। যেকোনো সময় আমাকে লিখতে পারেন এবং সব রকম পরামর্শ ও খবর দিতে পারেন। সব সময় আপনাদের চিঠি পেলে আমি খুশি হবো। বিদেশে আপনাদের আত্মীয় এবং পরিচিতদের নাম-ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার দিলে ভালো হয়।

'৭১ ও '৭১-এর পরের দালালদের তালিকা তৈরি করা উচিত ছিল। দেশে ও বিদেশে আপনাদের এলাকার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই দালালদেরকে চিহ্নিত করা সম্ভব। দেশের স্বার্থে ও মানবজাতির স্বার্থে তালিকা তৈরি করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

আমি বিশ্ববিদ্যালয়টিতে Mechanical ও Electrical & Electronic Engineering-এর বই কিনে দিতে আগ্রহ প্রকাশ করছি। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ করছি। আমার কষ্ট হলেও কয়েকটি কুচক্রি দেশ আর্থিক ব্যাপারে সমস্যা সৃষ্টি করলেও, বই কিনে দেয়ার আগ্রহ আমার রয়েছে।

বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ারদের ও অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারদের বৈধভাবে বিদেশে আসা উচিত বিশেষ করে যারা বুয়েটের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। বেশ কয়েকটি দেশে বুয়েটের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার খুবই কম দেখা যাচ্ছে।

সব বিষয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য বাংলাদেশীদের বিদেশে আসা উচিত।

Advertiser, P.O. Box 97
A 1202 Vienna, Austria